রুয়ার নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী ২৭ অ্যালামনাস

রাবি প্রতিনিধি
২৮ জুলাই ২০২৫, ১২:০০ এএম

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন (রুয়া) নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত শনিবার সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ হয়। ৫১টি পদের মধ্যে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ ও সংরক্ষিত মহিলা আসনের পাঁচটিসহ গুরুত্বপূর্ণ ২৭টি পদে এরই মধ্যে নির্বাচিত হয়েছেন। অন্যদিকে সংবিধান লঙ্ঘনসহ কয়েকটি অভিযোগ তুলে নির্বাচন বর্জন করেছিলেন জাতীয়তাবাদী আদর্শে বিশ্বাসী আজীবন সদস্যরা।

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিতরা হলেনÑ সভাপতি মো. রফিকুল ইসলাম খান, সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর ড. মো. নিজাম উদ্দীন, সহ-সভাপতি (সংরক্ষিত মহিলা) সাবরীনা শারমিন, কোষাধ্যক্ষ জেএএম সকিলউর রহমান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক (সংরক্ষিত মহিলা) ড. মোছা. ইসমত আরা বেগম, সাংগঠনিক সম্পাদক মো. ইমাজ উদ্দিন, যুগ্ম সাংগঠনিক সম্পাদক মো. কবির উদ্দীন, শিক্ষা ও পাঠাগার সম্পাদক ড. মো. নাসির উদ্দিন, যুগ্ম শিক্ষা ও পাঠাগার সম্পাদক মো. শহীদুল ইসলাম, যুগ্ম তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক ড. মো. নূরুল ইসলাম, যুগ্ম সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক আবু সালেহ মো. আব্দুল্লাহ।

যুগ্ম প্রচার, প্রকাশনা ও জনসংযোগ সম্পাদক মোহা. আশরাফুল আলম ইমন প্রমুখ।

যুগ্ম ক্রীড়া সম্পাদক রুকন উদ্দিন মো. রওশন জামির খান, দপ্তর সম্পাদক কাজী মামুন রানা, যুগ্ম দপ্তর সম্পাদক মো. মোজাহিদ হাসান, আইটি সম্পাদক মো. মাসুদ রানা, যুগ্ম আইটি সম্পাদক মো. হাবিবুর রহমান মুন্না, আইন সম্পাদক মুহম্মদ শাহাদাৎ হোসাইন, মুখ্য কল্যাণ ও উন্নয়ন সম্পাদক সাব্বির আহমেদ তাফসীর, আন্তর্জাতিকবিষয়ক সম্পাদক এবিএম কামরুজ্জামান, যুগ্ম আন্তর্জাতিকবিষয়ক সম্পাদক মো. ফরহাদ আলম। এ ছাড়া সংরক্ষিত মহিলা আসনে নির্বাহী সদস্য হিসেবে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন মোছা. ফাতিমা খাতুন, মোসা. সখিনা খাতুন, ড. সিরাজুম মুনীরা, শাহানারা বেগম ও শারমিন আকতার।

নির্বাচনের বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. সালেহ্ হাসান নকীব বলেন, দীর্ঘদিন পর একটি কার্যকর রুয়া হতে যাচ্ছে। উৎসবমুখর পরিবেশে রুয়া নির্বাচন হচ্ছে। তবে যারা নির্বাচন বর্জন করেছেন, তারা যদি নির্বাচনে অংশ নিতেন তাহলে বিষয়টা আরও ভালো হতো। নির্বাচিত প্রতিনিধিরা রুয়াকে এগিয়ে নেওয়ার প্রত্যাশা করছি। তিনি আরও বলেন, এটা ডাহা মিথ্যা অপবাদ। এই নির্বাচনে বিন্দুমাত্র সংবিধানের লঙ্ঘন ঘটেনি। যারা এই অভিযোগ তুলছেন, তারাই প্রমাণ করুক, কোথায় লঙ্ঘন হয়েছে।